আমরা সবাই পাঁড় মাতাল

রহিম যেটা দেখছে সবুজ, করিম সেটা দেখছে লাল,
প্রশংসা যার করছে যদু, মধু তাকে দিচ্ছে গাল।
তুই যেটাকে লম্বা দেখিস, মোল্লা সেটা দেখছে গোল,
এক অরূপের অজস্র রূপ, বড্ড লাগায় গন্ডগোল।

বন্ধুঃ- "পষ্ট এটা দেখছি হলুদ। নিজের চক্ষে দেখছি যে! কি করে নীল বলছিস তুই? ভালো করে দ্যাখ নিজে"।
বন্ধুঃ-"হলুদ এটা? বলিস কি রে!! দিব্যি দেখছি নীল ও রং!, হায় হায় হায় রং-কানা তুই! চশমা নে রে তুই বরং!"

সবার চোখে একেক রঙের চশমা, তা কেউ পায় না টের,
সবাই একেক রঙের দেখে একই ঘটনা, একই রঙের।
দুই চশমায় মিললে মধুর "স্লামালেকুম!", "সুপ্রভাত!!",
না মিললেই "ধর শালাকে" - "মার শালাকে"'র সুত্রপাত।

আসল সত্য কোথায় থাকে, কে জানে তার হয় কি রূপ,
বিশ্বাসেরই "সত্যে" সবাই হয়তো খুশী, নয় বিরূপ।
নিজের নিজের বিশ্বাসটা-ই "অটল সত্যরূপ" ধরে,
নেই পরোয়া কে হয় তাতে খুশী, কে হয় ক্ষুব্ধ রে!

মাতাল ভাবে, সে ঠিক আছে! দুনিয়াটাই খাচ্ছে টাল,
বিশ্বাসেরই "সত্য" খেয়ে আমরা সবাই পাঁড় মাতাল।

সত্য হাসে সুদুর থেকে। হায়রে ধরার শ্রেষ্ঠ জীব!
বদ্ধ বোধে অন্ধক্রোধে তুই বড় নিকৃষ্ট জীব।

****